68

দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ভাইস চ্যান্সেলারের চিঠি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে রাজনৈতিক দলগুলোর সাহায্য কামনা করেছেন। রাজনৈতিক দলগুলোর মহাসচিবদের কাছে লেখা এক চিঠিতে তিনি দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১লা সেপ্টেম্বরের সংঘর্ষে একজন নিরীহ মেধাবী ছাত্রের প্রাণহানিকে অসহনীয় আখ্যা দিয়ে বলেন যে, পিতার কাছে সন্তানের লাশ যেমন অসহনীয়, শিক্ষকের কাছে ছাত্রের লাশও তেমনি।

ভাইস চ্যান্সেলারের চিঠিতে একজন বিপন্ন শিক্ষাব্রতীর আর্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তিনি চান তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসুক। তিনি চান তার প্রতিষ্ঠানে যেন আর আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন না শোনা যায়, যেন কোন ছাত্রের রক্তে সিক্ত না হয় তার শিক্ষাঙ্গন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেন শিক্ষাঙ্গনই থাকে তা যেন আর কোন দিন রণাঙ্গনে পরিণত না হয়। আর এই জন্যই তিনি সাহায্য কামনা করেছেন দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে।

গত মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ ছিল স্বাভাবিক। তা ছিল পঠন-পাঠনের উপযুক্ত। কখনো কখনো দু-একটা ছোটখাটো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেও সেখানে নিয়মিত ক্লাস হয়েছে, পরীক্ষা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা যথাযথভাবে কার্যকর করা সম্ভব হলে আগামী বছরের জুন নাগাদ সেশনজটের অভিশাপ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করা সম্ভব হত। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। সেগুলো বাস্তবায়নের ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে। সে সব উন্নয়ন কর্মকান্ড সমাপ্ত হলে পঠন-পাঠনের সুযোগ-সুবিধা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ হবার কথা। বস্তুতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাধিক সম্ভাবনাময় পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। অথচ ঠিক এই সময় গত মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে সংঘাতের সূত্রপাত হয়।

ভাইস চ্যান্সেলার অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদের প্রচেষ্টায় তখন শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। তিনি ছাত্র সংগঠনগুলোকে ডেকে তাদের সাথে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমনের ব্যবস্থা করেন। এ নিয়ে মিষ্টান্ন ভক্ষণও করা হয়। আবার নিয়মিত ক্লাস শুরু হয়। পরীক্ষা কার্যক্রম চলতে থাকে। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং সবাই এই আশায় বুক বাধে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কখনো অস্ত্রের ঝনাঝনানি শোনা যাবে না; কোন ছাত্রের মূল্যবান জীবনের অবসান ঘটবে না। কিন্তু সে আশা অচিরেই ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুনরায় সংঘাত বাধে। আর সেই সংঘর্ষে একজন নিরীহ ও মেধাবী ছাত্রের জীবন নাশ হয়।

এই সংঘর্ষ, বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি সংঘর্ষই ঘটেছে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে। আর এ সব ছাত্র সংগঠন কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর অঙ্গ সংগঠন। সুতরাং ভাইস চ্যান্সেলার মনে করেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংঘাত দূর করে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর সাহায্য প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সংঘাত মুক্ত করে সেখানে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে অবদান রাখতে পারবে বলে তিনি আশা করেন। এ জন্যেই তিনি তাদের কাছে চিঠি লিখেছেন।

আমরাও তাই মনে করি। আমাদের বিশ্বাস, ভাইস চ্যান্সেলার সঠিক পদক্ষেপই গ্রহণ করেছেন। বস্তুতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও তা বজায় রাখার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলো যথার্থই ভূমিকা রাখতে পারবে।

আমরা আশা করব যে, রাজনৈতিক দলগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের আবেদনে সাড়া দেবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে সংঘাত মুক্ত করার ব্যাপারে যথোপযুক্ত অবদান রাখবেন। ইতিমধ্যে অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। হলগুলোতে যাতে বহিরাগতরা আশ্রয় নিতে না পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। ক্যাম্পাস থেকে সকল অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশ পাহারা জোরদার করতে হবে।